অপাদানকারক

তাঁর খেয়ালে মায়ের বুকে ঝরে সুধা, মেঘের বুকে জল। রাজকন্যে সোনার থালায় খান। নাহি ঝরে বারি আর জনার নয়নে। "মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে।" প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াকে প্রশ্ন কর। কোথা হইতে সুধা ঝরে ও জল ঝরে?—মায়ের বুকে (বুক হইতে অর্থে), মেঘের বুকে (বুক হইতে)। কিসে খান?—থালায়। কোথা হইতে বারি ঝরিতেছে না?—নয়নে (নয়ন হইতে)। কোথা হইতে পড়িয়া যাইতেছে?—মুখ হইতে। এখানে দেখিলে যে, সুধা ঝরা, খাওয়া, বারি ঝরা প্রভৃতি কার্যগুলি যথাক্রমে বুক, থালা, নয়ন ইত্যাদি হইতে সম্পন্ন হইতেছে। এইজন্যই বুকে, থালায়, নয়নে, মুখ হইতে—অপাদানকারক।

৮৫। অপাদানকারক: **যাহা হইতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু পতিত চলিত ভীত গৃহীত রক্ষিত উৎপন্ন মুক্ত অন্তর্হিত বঞ্চিত বিরত ইত্যাদি হয় তাহাকে অপাদানকারক বলে।**

॥ অপাদানের প্রকারভেদ ॥

(ক) **স্থানবাচক:** কথাটা শুনে ভদ্রলোক যেন **আকাশ থেকে** পড়লেন? টাকাটা **পকেট থেকে** খোয়া গেল। **ছাদ দিয়ে** এখনো কি জল ঝরে?

(খ) **কালবাচক:** তিনি **রাত্রি ন'টা থেকে** গান গেয়ে চলেছেন! "**সকাল থেকে** বাদল হল ফুরিয়ে এল বেলা।"

(গ) **অবস্থানবাচক:** দেবতারা **স্বর্গ থেকে** (স্বর্গে অবস্থান করিয়া) পুষ্পবৃষ্টি

করলেন শোভাযাত্রা বারান্দা থেকে (বারান্দায় অবস্থিত থাকিয়া) দেখবে। ছাদ থেকে তাঁকে আসতে দেখেছি। ছেলেরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

স্থানবাচক অপাদানে কর্তার স্থানচ্যুতি ঘটে, কিন্তু অবস্থানবাচক কর্তার স্থানচ্যুতির প্রশ্ন নয়, কর্মটিই অবস্থানবাচক স্থান হইতে দূরে রহিয়াছে বা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

(ঘ) দূরত্ববাচক ঃ "বুদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর।" "উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা।"

(ঙ) বিকৃতিবাচক ঃ দুধে দই হয়। টাকায় কী না হয়? শুধু কি তিলেই তৈল হয়?

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়াবাচক ঃ আমরা কেউ মরতে (মরণে) ভীত নই। হঠাৎ তিনি বলতে (বলায়) বিরত হলেন।

অপাদানে এ (য়), তে (এতে), কে, র (এর) প্রভৃতি বিভক্তিচিহ্ন ও দিয়া, অপেক্ষা, হইতে (চলিত ভাষায় থেকে, চেয়ে) প্রভৃতি অনুসর্গ যুক্ত হয়।—"তোমার চোখে জল পড়ছে কেন, গোলাম হোসেন?" "বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা।" "গাঁথিব নূতন মালা তুলি সযতনে তব কাব্যোদ্যানে ফুল।" পরশু তোমাদের পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছি। "গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।" দধিতে ঘোল হয়। "কোথা হইতে আসিয়াছ নদী?" "মহাদেবের জটা হইতে।" "তব মেঘধারাযন্ত্রে ঝরঝর ঝরিছে অমিয়।" "কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।" আশ্রমে অন্নকূট উৎসব উঠে গেছে। "অর্জুনজননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম আমার মাতার স্নেহস্বর।" "মুক্ত হইব সেখানে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।" এ কথা কার কাছে শুনলে? "অমনি চারিধারে (চারিধার হইতে) নয়ন উঁকি মারে।" "মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে।" "আশ্চর্য, কিছুই কি তাঁকে (তাঁর কাছ থেকে) লুকোবার নেই কোনোদিন!" মরিতে জানে যে, মরণে বা রণে ভয় তার কভু নাহি রে। পশুপাখির হাতে খাদ্যশস্য রক্ষা করাও বেশ কঠিন ছিল। "সজ্জাহীনের লজ্জা নাইকো, দারিদ্র্যে নাই ভয়।" "মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ।" "আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হল ছিন্ন।" "শুনি টঙ্কার তাহার পিনাকে।" খাবারের দোকানে টাকায় টাকা লাভ। ছেলেবেলায় অভিভাবকের ভয়ে শরৎচন্দ্র পড়তাম লুকিয়ে লুকিয়ে। রোজ রোজ ভূতের গল্প শুনি, তাই তো আর ভূতের ভয় হয় না। এখন মরতে পারলেই রোগের (রোগ হইতে অর্থে) শান্তি। সংবাদ শুনেই তিনি আহারে বিরত হলেন। একথা সবার মুখেতে শুনে এসেছি জ্ঞান হয়ে অবধি। ক্ষতমুখ দিয়া রক্তস্রোত বহিছে এখনো। "অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।" নোটখানা রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম। "আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।" "খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাবে।" মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু লুটে যায়। তোমার মতো ডাকাবুকো ছেলের বিপদ্‌কে (বিপদ্ হইতে) ভয় কেন? আমাকে (আমা হইতে) লজ্জা কিসের? [এখানে ভয় বা লজ্জা বিশেষ্যপদ ; সেইজন্য যথাক্রমে বিপদ্‌কে, আমাকে অপাদান।] "সে মরণে ভীত নয়।"—কবিশেখর। মাঝিমাল্লার আবার নদীতে ভয়? "একেবারে মরা ভালো জ্যান্তে মরার চাইতে।" "একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে।" "ঠিক ঠিক ত্যাগ আর বিশ্বাস ভাবসমাধির চেয়েও বড়ো সম্পদ্।" "সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম।" "হাতের থেকেই মাছগুলো খাবার তুলে নেয়।"

শূন্যবিভক্তি : "তখন আমি কেবলই ইস্কুল (ইস্কুল থেকে) পালিয়েছি।" "করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।" "সমস্ত দুপুর দোকান পালিয়ে কোথায় ছিলি রে কেষ্ট?" রাত্রি বারোটায় ট্রেন বর্ধমান (বর্ধমান হইতে) ছাড়িল। "কে কোথা (কোথা হইতে) দেখিবে, ঘটিবে তাহলে বিষম বিপদ্‌পাত।"

ক্রিয়াটিকে কোথা হইতে, কাহার কাছে, কিসে, কার থেকে প্রভৃতি প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইবে তাহাই অপাদানকারক।